

ওয়ার্ক টুগেদার

দলবদ্ধ কাজের আদ্যোপান্ত

মূল | উস্তাদ নোমান আলী খান

অনুবাদ | হামিদ সিরাজী



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

১১	বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম
২১	বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন
৩৬	কাজের অনুপ্রেরণা
৪৭	সংগঠন প্রতিষ্ঠা
৫০	বৃহত্তর চিত্র
৭৩	কর্মীদের শৃঙ্খলা
৮৫	শূরা বা পরামর্শ সভা
১০০	নাজওয়া
১১২	নেতৃত্ব
১২৯	প্রশ্নোত্তর পর্ব
১৩৯	পরিশিষ্ট : একনজরে কবিরা গুনাহসমূহ
১৪৫	আমার নোট ও পদক্ষেপসমূহ

বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নুহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা হলো—তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদের যদিকে আহ্বান করছ, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তাঁর দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিमुखী হয়, তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।’ সূরা শূরা : ১৩

বইটি লেখার উদ্দেশ্য

এই বইটি লেখার পেছনের উদ্দেশ্য—ছাত্রসংগঠন, যুবসংঘ অথবা যেকোনো রকমের সম্মিলিত ইসলামি কার্যক্রম যেমন : মসজিদ তৈরি, স্কুল নির্মাণ কিংবা কোনো দাতব্য সংস্থার জন্য অনুদান সংগ্রহ ইত্যাদি যৌথ কাজের সাথে সম্পৃক্ত মুসলিমের জন্য রিসোর্স তৈরি।

বর্তমানে মুসলমানদের একটা বিশাল অংশ বুঝতেই পারে না, কুরআন কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে ইবাদত ও করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ও সঠিক নির্দেশনা দেয়। এ ছাড়াও আমরা কোন পন্থা ও উপায়ে সমাজ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারি; সর্বোপরি একজন সমাজবান্ধব গণমুখী সফল মানুষ হওয়ার সুষ্ঠু কৌশল ও সঠিক পদ্ধতি নিয়েও কুরআন আলোকপাত করে। সুতরাং ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলা উচিত, তেমনি কুরআনের নির্দেশনা মেনেই সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া কর্তব্য। আর কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণই আমাদের সমাজ-সম্পৃক্ত মানুষ করে গড়ে তুলবে।

পবিত্র কুরআনে সামাজিক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোর একঝলক তুলে ধরার মানসেই এই বইটির সংকলন। আশা করি, বইটি আমাদের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক উদ্যোগগুলোতে কল্যাণ বয়ে আনবে।

সংগ্রামের তিনটি ধরন

আসুন, শুরুতে আমরা বইয়ের মূল চিন্তা-কাঠামোটি খোলাসা করে নিই।

মূলত মানুষের জীবন নানান রকমের সংগ্রাম ও কর্মতৎপরতার সাথে জড়িত। সেই সংগ্রামও আবার নানা শ্রেণিভুক্ত। আমরা সাধারণত তিন ধরনের সংগ্রামের সম্মুখীন হই। নিচে সংগ্রামগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরি—

টিকে থাকার সংগ্রাম : প্রথম প্রকারের সংগ্রাম বেঁচে থাকার বা জীবিকা নির্বাহের। মুসলিম হন কিংবা অমুসলিম, আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং বেঁচে থাকার জন্য আয়-রোজগার করতে হবে। এমনকী প্রাণিকুলও এই ধরনের সংগ্রামের সাথে জড়িত। জীবিকার তাগিদেই পাখিকে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় নিজের ও ছানার জন্য আহার সংগ্রহ করতে।

ঘনিষ্ঠজনদের জন্য সংগ্রাম : আরেক ধরনের সংগ্রাম—যা প্রথম প্রকারের সংগ্রামের তুলনায় উঁচু স্তরের। এই সংগ্রাম তখনই ঘটে, যখন আপনার মৌলিক প্রয়োজন মিটে যায়। এটা হতে পারে আপনার পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন কিংবা সমাজের জন্য। ধরা যাক, আপনার এলাকায় ব্যাপক হারে অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি চান অপরাধ হ্রাস করতে। এই উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার (যেমন : জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম কিংবা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তি) কাছে যান, সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঠিক এভাবেই আপনি সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। আর এই ধরনের কাজগুলো আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো কিছু।

এর পাশাপাশি আপনি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও চিন্তা করতে পারেন। যেমন : সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া আদায় এবং জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করা। এটা কেবল মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সাধারণভাবে মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যাদের মানবসেবায় আগ্রহ আছে, তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের পর সামান্য কিছু রিসোর্স আর সময় পেলে প্রায়ই এ জাতীয় সামাজিক কাজে অংশ নেন।

মতাদর্শের জন্য সংগ্রাম : সংগ্রামের আরও একটি পর্যায় আছে—লক্ষ্য-উদ্দেশ্যভিত্তিক সংগ্রাম। এটাকে বলা যায় মতাদর্শের জন্য সংগ্রাম, বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম! এটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সামাজিক ফোরাম, উন্নত স্কুল প্রতিষ্ঠা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজগুলোর মতো দৃশ্যমান না-ও হতে পারে। ফলে অনেক লোকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়। এ রকম সংগ্রামের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া লোকেরা একটি লক্ষ্য, চেতনা বা আদর্শের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। মুসলিমদের জন্য এই তৃতীয় প্রকারের সংগ্রামই মূলত ‘ইসলামের জন্য লড়াই’।

আমাদের লক্ষ্য, প্রতিটি মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছানো। আমরা মনে করি, এই সুন্দর জীবনব্যবস্থা এবং সত্য শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই জানা উচিত। একইভাবে কারও খ্রিষ্টান ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, হিন্দুধর্ম কিংবা নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকতে পারে। তারা সেই মতাদর্শ এবং ধর্মের

প্রচার-প্রসার করতে চায়; বিশ্বে তা ছড়িয়ে দেওয়ার সংগ্রামে কাজ করে। এ জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণা কোনো স্বল্পমেয়াদি দৃশ্যমান বস্তুসম্পদ নয়; বরং একটি বৃহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিশ্বাস কিংবা মূল্যবোধ। এ সমস্ত মূল্যবোধের ধারকগণের লক্ষ্য অনেক বিশাল; এমনকী সমগ্র জীবনকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় কিংবা তারও বেশি। অনেক সময় অনেক কর্মী তাদের জীবদ্দশায় সংগ্রামের ফলাফল না-ও দেখে যেতে পারেন।

অমুসলিমদের বেলায় দেখবেন, তারা ন্যায়বিচার বা উন্নত জীবনমানের জন্য সংগ্রাম করছে। এক্ষেত্রে এনলাইটেনমেন্ট বা ফরাসি বিপ্লবকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। এটি ছিল স্বাধীনতা এবং জননির্ভর গণতন্ত্রের জন্য চার্চের বিরুদ্ধে এক সর্বাঙ্গিক সংগ্রাম। কেউ কেউ চেয়েছিল, একটি সম্প্রদায় বা সরকার হিসেবে জনগণ তাদের ভাগ্যের ‘সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক’ হোক। এজন্য তাদের জীবদ্দশায় এর বাস্তবায়ন হোক বা না হোক, তারা এর জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল; এমনকী জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও পরোয়া করেনি। এটাই সেই তৃতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম—যা মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জায়গা থেকে উৎসারিত।

সারকথা, আমরা যে সংগ্রামের মুখোমুখি হই অথবা যে তিন স্তরের সংগ্রামে জড়িত আছি, তা এরূপ—

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ের সংগ্রাম
২. নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সংগ্রাম
৩. একটি সমাজের অবস্তুগত বিমূর্ত মতাদর্শ, বিশ্বাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য সামাজিক পর্যায়ে সংগ্রাম।

ইসলামি দৃষ্টিতে সংগ্রাম

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের তিনটি পর্যায়ের সবগুলোতেই এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এবার আসুন, সংগ্রামের এই তিনটি পর্যায় নিয়ে একটু চিন্তা করা যাক।

ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, অলসতা, ক্রোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণের ঘাটতি এবং এ জাতীয় অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এই সমস্ত সংগ্রাম আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরই করতে হবে; সংগ্রাম করতে হবে নিজেদের ইবাদতের মানোন্নয়নের জন্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল দুআ করি, তা এই ব্যক্তিগত সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত।

উদাহরণস্বরূপ—

اللَّهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

‘হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো তোমার স্মরণে, তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত পালনে।’

কর্মীদের শৃঙ্খলা

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

‘মুমিন শুধু তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো সম্মিলিত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয় তোমার কাছে যারা অনুমতি চায়, তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে। সুতরাং কোনো প্রয়োজনে তারা তোমার কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।’ সূরা নূর : ৬২

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ- لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ- إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ- وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ-

‘আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তারা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে? যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না। আর আল্লাহ মুত্তাকিদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

একমাত্র সেসব লোক অনুমতি চায়, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে।

আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন। ফলে তিনি তাদের পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো—“তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাকো।” সূরা তাওবা : ৪৩-৪৬

ভূমিকা

এই অধ্যায়টির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি দুটি আয়াত শেয়ার করেছি—যা প্রথম দেখায় মনে হচ্ছে পরস্পরবিরোধী, তবে বাস্তবে তারা একে অপরের পরিপূরক। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সূরা নূরের ৬২ এবং সূরা তাওবার ৪৩-৪৬ নম্বর আয়াত। এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এবং সেগুলো প্রয়োগের উপযুক্ত সময় আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ঘাটনে সহায়তা করবে। উভয় আয়াতে ইসলামি কাজ থেকে রুখসাত বা অনুমতি প্রার্থনার ব্যাপারটি রয়েছে।

আপাতবিরোধী আয়াতগুচ্ছ

সূরা নূর দিয়ে শুরু করা যাক। নির্বাচিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপ—

১. ‘কেবল সত্যিকারের মুমিনরাই তোমার কাছে অনুমতি চায়; এটি তাদের ঈমানের নিদর্শন।’
২. ‘তারা যখন অনুমতি চাইবে, তুমি যেখানে পারো সেখানে তাদের অনুমতি দাও।’

যেখানে সূরা তাওবার আয়াতগুলো আমাদের অবহিত করে—

১. ‘যারা পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইছেন, তাদের ঈমান নেই।’
২. ‘তাদের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।’

নাজওয়া

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذُنُ مَنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

‘তুমি কি লক্ষ করোনি, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে— নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না—যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচজনেরও হয় না—যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন; তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।’ সূরা মুজাদালাহ : ৭

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ط حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبُئْسَ الْبَصِيرُ-

‘তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করোনি, যাদের গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তারপরও তারা তারই পুনরাবৃত্তি করল, যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তারা তোমাকে এমন (কথার দ্বারা) অভিবাদন জানায়, যেভাবে আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে—আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!’ সূরা মুজাদালাহ : ৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا

بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ করবে, তখন তোমরা যেন গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শ না করো। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে গোপন পরামর্শ করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে। সূরা মুজাদালাহ : ৯

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ-

‘গোপন পরামর্শ তো হলো মুমিনরা যাতে দুঃখ পায়, সে উদ্দেশ্যকৃত শয়তানের কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, আল্লাহর-ই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।’ সূরা মুজাদালাহ : ১০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের যখন বলা হয়—মজলিশে স্থান করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদের বলা হয়—তোমরা উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।’ সূরা মুজাদালাহ : ১১

নেতৃত্ব

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ -

‘সে বলল—আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয়ই আমি যথাযথ হেফাজতকারী, সুবিজ্ঞ।’ সূরা ইউসুফ : ৫৫

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا -

‘আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখো তাদের সঙ্গে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে, তোমার দুচোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার জিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।’ সূরা কাহফ : ২৮

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ -

‘আর আমি তো তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুন পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন।’ সূরা হিজর : ৮৭

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

-

‘আমি তাদের কিছু শ্রেণিকে যে ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি দুচোখ প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত করো।’ সূরা হিজর : ৮৮

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِئَاءِ مِمَّا تَعْمَلُونَ - وَ
تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ - الَّذِي يَرْبُكَ حِينَ تَقُومُ - وَ تَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ - إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

‘আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত করো।

তারপর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তাহলে বলো—“তোমরা যা করো, নিশ্চয় আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।”

আর তুমি মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালুর ওপর তাওয়াক্কুল করো, যিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি দণ্ডায়মান হও এবং সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার উঠাবসা। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।’ সূরা আশ-শুআরা : ২১৫-২২০

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ -

‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাঁদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তাঁরা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাঁদের ক্ষমা করো এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাঁদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।’ সূরা আলে ইমরান : ১৫৯